জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষে ভোট দিন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শালদহ গ্রামে বিএনপি কর্তৃক মহিলাদের নিয়ে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে আয়োজিত এ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক থেকে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আতাউল হক আন্টু, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক ছাত্র নেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জাসদের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগীদুল আলম, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ আলম রহিদুল।

বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলের অবস্থান তুলে ধরেন।

উঠান বৈঠক শেষে আমজাদ হোসেন এলাঙ্গী, রায়পুরসহ বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বিএনপির ঘোষণা করা ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় নির্বাচনী আমেজ আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

লিফলেট বিতরণকালে রাস্তার দু’ধারে শতশত নারী ভোটার ধানের শীষের এমপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে হাত তুলে অভিবাদন জানান।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই দলের একাংশের নেতাকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ-২ আসনে নির্বাচন নিয়ে নতুন মেরুকরণ, মাঠে থাকছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী ২০২৬ সালেরঝিনাইদহ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে সম্ভাব্য সময় ঘোষণা দিয়েছেন। এলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে বিষন্নতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বেধেছে। অনেকে মনে করছেন হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। আবার বিএনপি তৃনমূল নেতা কর্মীরা মনে করেণ ঝিনাইদহ-২ আসনটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ফলে নমিনেশন যদি অন্য দলকে দেয়া হয় তাহলে জেলার রাজনীতিতে বিএনপির উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ঝিনাইদহ সদরের ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা এবং হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা একাধিক থাকলেও কেন্দ্র কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। মনোনয়ন দৌড়ে এ আসন থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ প্রচার প্রচারনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, তাছাড়া ড্যাব নেতা সাবেক এমপি মসিউর রহমানে ছেলে ডা: মো: ইব্রাহীম রহমান (বাবু)’র প্রচারণাও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এই আসনে আরও মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে আছেন জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক ও বর্তমান জেলা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এস এম মশিউর রহমান, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর রবিউল ইসলাম লাভলু। এ ছাড়া গণঅধিকার

পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জোটের প্রার্থী হবে বলে জোর আলোচনায় রয়েছে। তাছাড়াও জাতীয় নাগরিক পাটি’র (এনসিপি) তারেক রেজা এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির জেলা আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর নির্বাচনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলের নেতা কর্মীরা প্রত্যাশা করে। এদিকে জাতীয় পাটির প্রার্থী হিসেবে জেলা জাতীয় পাটির সভাপতি মেজর (অব:) মাহফুজুর রহমানের নাম শোনা যাচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, জাতীয় পাটি একটি নির্বাচনমূখী অবাধ গণতাতিন্ত্রক রাজনৈতিক দল। দেশে অংশগ্রহন মূলক নির্বাচন অনুষ্টিত হলে জাতীয় পাটি অবশ্যই অংশ গ্রহন করবে এবং আমাকে দল থেকে মনোনয়ন দিলে আমি ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে নির্বাচন করবো।

তাছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হচ্ছেন জেলা সভাপতি ডা. মমতাজুল ইসলাম। এছাড়া দ্বাদশ সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি মো: নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বছরাধিকাল ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত সহসভাপতি হিসেবে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন বলে সমালোচনাও রয়েছে। বর্তমানে তিনি বেশির ভাগ সময় ঢাকায় থাকেন।

এ প্রসঙ্গে টেলিফোনে জানতে চাইলে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, মূলত মহুল সাহেব নামমাত্র সহসভাপতি থাকলেও দলের কার্যক্রমে তিনি কখনো সক্রিয় ছিলেন না। ওনার সামাজিক কার্যক্রমে সুনাম আছে এ কথা সত্য, একটা ভালো ভাবমর্যাদাও আছে, এসব কারণেই তাকে সহসভাপতি করা হয়েছিল; তবে নামমাত্র সহসভাপতির পদ থাকলেও তিনি সেভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধারণ করেননি এবং সাংগঠনিক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেননি। জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথেও তার ছিল বিরাট দূরত্ব। এসব কারণেই মহুল সাহেবের সাথে আওয়ামী লীগের একটা রাজনৈতিক টানাপড়েন সব সময়ই ছিল।

এছাড়া ২০২২ সালের পৌরসভার নির্বাচনে মহুল সাহেব নৌকার বিপক্ষে মেয়র পদে ওনার ছোট ভাইকে দাঁড় করান, যা দলের কেউই মেনে নিতে পারেনি। ওনার ভাই পৌরসভার স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় নির্বাচনের আগে ওনাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়, ওনার যে ভাই প্রার্থী ছিলেন তার প্রচারণা কলে তিনি এবং তার আরেক ভাই আক্রমণের শিকার হয়ে

মারাত্মকভাবে জখম হলে মহুল সাহেব ২০২২ সালের জুন মাসে দল থেকে পদত্যাগ করেন। এরপরে তিনি ২০২৪ সালে দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেণ।

আওয়ামী লীগের নানা সমালোচিত কর্মকান্ডের বিরোধীতার কারণে তাকে সবাই একজন ভালো মানুষ হিসেবে জানে। তাছাড়া তার পরিচালিত জাহেদী ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দাতব্য কর্মকান্ড পরিচালনা করায় সবাই তাকে দানশীল হিসেবে জানেন, আওয়ামী লীগের একজন হিসেবে তিনি কখনো বিবেচনায় ছিলেন না। তিনি হয়তো ওই বিবেচনায় পরিচিত হতেও চাননি। এসব কারণেই আগামী নির্বাচনে মহুল সাহেব নির্বাচনে আসলে জনগণের সাড়া পাবেন বলে বিশ্বাস করেণ।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারে, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন।

তিনি আরও বলেন আমি অনেক আগেই আওয়ামী লীগ ছেড়েছি। ২০২২সালে যখন আমার ভাই স্বতন্ত্র মেয়র নির্বাচন করে তখন আওয়ামী যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের ছেলেরা আমার বাড়িতে হামলা করে ভাংচুর করে এবং প্রচার প্রচারণায় বাধা দেয় তাছাড়া প্রচারণার সময় আমার দুই ভাইসহ আমার ভায়ের কর্মী অনুসারীদের উপরে আক্রমন করে মারাত্মক ভাবে জখম করে, তারপর আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে নিজেকে ইস্তফা দিয়। পরে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বহু হামলা মামলার মধ্যে জনগণের ভালবাসায় ভোটে জয়লাভ করি। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ এই সরকারের কাম্য তাই আশাকরি নির্বাচন অংশগ্রহন মূলক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে।

দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে প্রচার বোর্ড

স্থাপন

দর্শনা পৌরসভায় কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু আগামী ত্রিদেশীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী বিজয় করার লক্ষ্যে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচার বোর্ড স্থাপন করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় এই প্রচার বোর্ড স্থাপন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ মহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান, সমন্বয় কমিটির অন্যান্য সদস্য বিএনপি নেতা মাহবুবুল আলম খোকন, মোঃ মহিদুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল ইসলাম, দর্শনা রেলবাজার কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ শহিদুল মোল্লা, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, প্রবীণ বিএনপি নেতা মোঃ ইসমাইল আমিন, আব্দুল হামিদ, আলাউদ্দিন, যুবদল নেতা সোহাগ জামাদার, ছাত্রদল আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, আব্দুল মুকতি, সাইদুর রহমান, ওয়াসিম, ছাত্রদল নেতা আব্দুর রহিম মুন্না, সোভন, পলাশ, ফরাদ, লিজন, আকাশ খান প্রমুখ।

বিএনপি নেতারা জানান, ভোটারদের কাছে প্রার্থী ও ধানের শীষ মার্কার পরিচিতি বাড়ানো এবং নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে এনসিপির কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরে শীতার্ত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তীব্র শীতের কনকনে ঠান্ডায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এনসিপির উদ্যোগে গতকাল শনিবার এ কম্বল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপির মেহেরপুর জেলার যুগ্ম-সমন্বয়কারী আরিফ খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ সাজেদুর রহমান এবং মুজাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম-সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, মোঃ তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, তৌহিদ রবিন, আমির হামজা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ জানান, মানুষের দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকা এনসিপির অঙ্গীকার। শীতের এই দুর্দিন কাটানো পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তারা।

গাংনীতে বিএনপির প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণমিছিল

মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের ধানের শীষের পক্ষে এক বিরাট গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁশবাড়িয়া থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গাংনী বাজার এলাকায় এসে শেষ হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী অংশজুড়ে এ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গণমিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির দলীয় প্রার্থী, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লাহ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, গাংনী পৌর বিএনপির নেতা খাইরুল আলম কালাম, বিএনপি নেতা মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, মটমুড়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সোহেল রানা, মহিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুলেরি আলভী, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুজ্জামান হাকা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা খণ্ড খণ্ড মিছিলকে ঘিরে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ মিছিলে যোগ দেন। পুরুষ ভোটারের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, মাথার ওপর উড়তে থাকা ধানের শীষের প্রতীক সব মিলিয়ে মহাসড়কজুড়ে তৈরি হয় নির্বাচনী উচ্ছ্বাস।

মিছিল চলাকালে আমজাদ হোসেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানান। নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিলে অংশ নেওয়া অনেক নারী ভোটার বলেন, পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে তারা ধানের শীষকে সমর্থন করছেন। দিনভর আয়োজনে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে গণমিছিলটি পরিণত হয় এক বিশাল শো অফ স্ট্রেংথে।

যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট আদায় করতে হবে

বাংলাদেশ ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম (সাদ্দাম) বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ফ্রী ফেয়ার ইলেকশন না হলে জুলাইয়ের বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট এই সরকারের আমলে ছাত্র-জনতার পক্ষে আদায় করতে হবে। একটি পক্ষ মনে করে আমরা ক্ষমতায় চলে গেছি এবং কিছু প্রশাসনের লোকজন তাদেরকে সহযোগিতা করছে বলে মনে হচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবির যেকোনো মূল্যে জুলাই বিপ্লবের ধারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে যাবে।

আজ শনিবার (১৫ই নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার সময় পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ইসলামী ছাত্রশিবির প্রত্যেকটা ছাত্রের কল্যাণের জন্য কাজ করে। আগামীতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূমিধস বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। এবং সুখবর হলো আগামীতে অভিভাবকেরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাতে তাদের সন্তানদের তুলে দেবেন, কারণ ইসলামী ছাত্রশিবির কোনো নেশাখোর বা গাঁজাখোর তৈরি করে না; তাদের হাতে বই, কলম এবং গানের ভান্ডার তুলে দেয়। মেহেরপুরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ব্যাপক কল্যাণমূলক কাজ চলছে, সেই কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোঃ আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান, জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, পৌর সূরা ও কর্মপরিষদের সদস্য ডাক্তার আব্দুস সালাম, ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি ও জেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন সভাপতি আলামিন ইসলাম বকুল, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি মোঃ সাইদুর রহমান প্রমুখ।

গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার মহিলা দলের বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

আজ শনিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীনের নেতৃত্বে মিছিলটি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বিএনপি অফিসে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমীন, ধানখোলা ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী শিল্পী খাতুন, বামন্দী ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী জেসমিন আক্তার ও কাথুলী ইউনিয়ন সভানেত্রী হানুফা খাতুন।

বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তা দলীয় জনমতের পরিপন্থী। আমরা এই মনোনয়ন অবিলম্বে বাতিল করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে মহিলা দলের আগত নেত্রী ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপির মনোনয়ন জমা দিলেন ইঞ্জি. সোহেল রানা

মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপি’র পক্ষ থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক এবং বর্তমানে এনসিপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সোহেল রানা দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা, শিক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে কাজ করে আসছেন। মেহেরপুর অঞ্চলে তরুণদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে তার ভূমিকা ইতোমধ্যেই আলোচিত।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় তিনি বলেন, “মেহেরপুর আমার জন্মভূমি। এখানকার মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আমি কাজ করতে চাই। ন্যায়, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের রাজনীতি গড়তে এনসিপি আমার প্ল্যাটফর্ম।”

এসময় এনসিপি’র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরাও তার পাশে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্র জানায়, তরুণ নেতৃত্ব ও জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণেই সোহেল রানাকে মেহেরপুর-১ আসনে ‘যোগ্য প্রার্থী’ হিসেবে বিবেচনা করছে এনসিপি।

মোট কথা—মেহেরপুর-১ আসনে এখন নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। সামনে ভোট, সামনে চ্যালেঞ্জ—দেখা যাক মাঠে কে কতটা খেল দেখাতে পারেন।

মেহেরপুরে পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখা কার্যালয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখার নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের ভূমি অফিসপাড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম. এ. বারি ফারুক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সহ-সভাপতি এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর যুবদলের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি লিজন, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নতুন কার্যালয়টি পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আরও বেগবান করবে। আসন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করতে সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারা।

উদ্বোধন শেষে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।